দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১৮

শিক্ষাঙ্গন

একটি দুর্লভ জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করুন

আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে উপমহাদেশের ইসলামী স্কলারদের প্রণীত ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে ৭৪৪টি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। দু'শ' বছরেরও অধিককাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এ ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনামা প্রতিভাশালী জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতদের সমাবেশ ঘটেছিল, যারা ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধু সমকালীন পারদর্শী লোকই তৈরী করেননি; বরং ইসলামের নানা বিষয়ে অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য তাঁদের রচনাবলীর মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য তাঁদের মৌলিক চিন্তাধারার স্বাক্ষর ও সুফসল রেখে যান। এসব রচনা আংশিক যথাসময়ে প্রকাশিত হয় আর অনেকাংশ পাণ্ডুলিপির আকারে অত্র প্রতিষ্ঠানের বিশাল লাইব্রেরীতে জমা আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক বছর ধরে লাইব্রেরীতে পড়ে থাকা এ পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হতে শুরু করেছে। এসবের হেফাজত ও সংরক্ষণের ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠানের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সীমা নেই বটে, কিন্তু ফাণ্ডের অভাবে জাতীয় এ অমূল্য সম্পদের স্থায়ী সংরক্ষণ তথা পুস্তকাকারে প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না।

উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে আমরা উক্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর চিরস্থায়ী হেফাজতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেশের সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ এবং বাংলাদেশে অবস্থিত মুসলিম বিশ্বের দেশসমূহ বিশেষত সৌদি আরব ও ইরানের দূতাবাসের প্রধান কর্মকর্তাদের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

এজন্য আমাদের সুপারিশ হলোঃ

(১) তুলনামূলক অধিক পুরাতন পাণ্ডুলিপিগুলোকে পোকা বা ঘুনে ধরা থেকে রক্ষার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষণকারী পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা হোক।

(২) ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী লোকদের দিয়ে পাণ্ডুলিপিগুলোকে বিষয়ভিত্তিক সাজানো হোক এবং পরবর্তী পর্যায়ে এগুলোর মূল্যায়ন করে প্রকাশের জন্য বাছন ও অনুমোদন করা হোক।

(৩) এ গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের জন্য মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার যোগ্য শিক্ষকদেরসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ এবং প্রয়োজনবোধে দেশের বিশিষ্ট স্কলার আলেমদের প্রতি আবেদন রাখা যেতে পারে এবং তাঁদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করার ব্যবস্থা করা হতে পারে।

(৪) তাঁদের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপিগুলোকে প্রথমে ভাষা ও বিষয়ভিত্তিক সাজানো হোক। অতঃপর বর্তমান মুসলিম বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এগুলোর গুণাগুণ বিবেচনা করে প্রকাশের জন্য মান নির্ধারণ করা হোক।

(৫) বলা বাহুল্য, প্রকাশের আগ পর্যন্ত এ কাজ সম্পাদন করতে বহিরাগত জ্ঞানী-গুণী মেহমানদের অনেক সময়ও শ্রম দেয়ার প্রয়োজন হবে। সে জন্য তাঁদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত সময় দেয়ার পর অর্ডার টাইম হিসেবে সকাল বা বিকালের সময়টা এ কাজে নিয়োজিত করতে হবে। এতে তাঁদের যাতায়াত খরচ, এমন কি সম্মানী হিসেবেও খরচ লাগতে পারে। এ জন্য একটা বিশেষ ফাণ্ডেরও প্রয়োজন হতে পারে।

(৬) পরবর্তী কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রিন্সিপাল সাহেবের ব্যক্তিগত দাওয়াতের মাধ্যমে দেশের সম্পদশালী প্রকাশকদের এনে এ জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রকাশের জন্য তাঁদেরকে অনুরোধ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকারী অথবা ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুপ্রাণিত সম্পদশালী লোকদের খরচে বাকীগুলোর প্রকাশনার ব্যবস্থা হোক।

তৃতীয় পর্যায়ে বিদেশী মুসলিম রাষ্ট্র দূতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অবশিষ্টগুলো প্রকাশের চেষ্টা করা যেতে পারে।

বলা বাহুল্য, অফুরন্ত ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে এ পাণ্ডুলিপিগুলোর প্রকাশ পাওয়ার মানে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে নতুন জীবন দান করা। এতে জাতি হবে ধন্য ও উপকৃত।

—গিয়াস উদ্দিন আহমদ,
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ,
মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।